মাননীয় সচিবের বাণী

কর্মসূচী নিয়ে ক্রমাগত সংবদ্ধ হয়েছে মেক্সিকো, কোপেনহেগেন, নাইরোবী, কায়রো ও বেইজিং-এ।

বর্তমানে বিশ্বের উন্নয়ন পরিকল্পনার এক আবশ্যকীয় শর্ত এখন নারীর ভাগ্যোন্নয়ন। সে লক্ষ্যে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। যুগ যুগ ধরে নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজিত বৈষম্য সম্পূর্ণ দূর করা এখনো সম্ভব হয়নি। তবে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং চলমান।

নারীর ভাগ্যোন্নয়নে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সমাজের সকল স্তরে নারীর ক্ষমতায়ন এর পথ সুগম করা বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। ফলশ্রুতিতে প্রণীত হয়েছে "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি" এবং "নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা।" মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছে নারীর ভাগ্যোন্নয়ন সম্পর্কিত বহুমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়নে। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত আজকের পৃথিবী নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে দেখতে চায় মানবাধিকার এর আঙ্গিকে-বিচ্ছিন্নভাবে শুধু নারীর অধিকার বললে যার সবটুকু বলা হয়না। নারীর উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্বব্যাপী সচেতনতার উত্তরণের ধারাক্রমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-এক শক্তির প্রতীক, প্রেরণার উৎস।

আমি আন্তর্জাতিক নারী দিবস '৯৯ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপিকা (ডাঃ) তাহমিনা হোসেন
ভারপ্রাপ্ত সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী সভাপতি জাতীয় সংসদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটি

এবারের এ দিবসের শ্লোগান হচ্ছে "নারী নির্যাতন বন্ধ করুন, সুখী সমাজ গড়ে তুলুন"। এই শ্লোগানের মাঝেই নারীর ক্ষমতায়ন, অধিকার সচেতনতা ও মর্যাদা সমুন্নত রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই গুরুত্বের আলোকে আমাদেরকে দেশের নারী সমাজের অবস্থার উন্নয়নে আন্তরিক হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হবে। নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে হবে।

দেশের অধিকাংশ নারী উপযুক্ত শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে আজও পশ্চাৎপদ। তারা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে নারী সমাজের সমঅধিকার ও দেশের উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে নারীর ক্ষমতায়ন করতে হবে। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকার নারী ও শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আসুন আমরা সম্মিলিত প্রয়াস চালাই এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করি। নারী-পুরুষের সামাজিক বৈষম্য দূর ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার সার্থক হোক। আমি আন্তরিকভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর ডঃ এম এস আকবর
জাতীয় সংসদ সদস্য এবং
সভাপতি
জাতীয় সংসদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

মহপরিচালকের বাণী

অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হলে তাদের অধিকার অর্জন ও মর্যাদা লাভের পথ সুপ্রশস্ত হবে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে দেশব্যাপী নারী শিক্ষা, কারিগরী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। জনসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত ও উন্নয়নমুখী অন্যান্য মন্ত্রণালয়ও নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে স্ব-স্ব পরিমন্ডলে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। বেসরকারী সংস্থাগুলোও সরকারের পাশাপাশি একই লক্ষ্যে নারী উন্নয়নে জোরদার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

আমি সরকারী-বেসরকারী এ ধরণের সকল প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। আশা করি আন্তর্জাতিক নারী দিবস সবার জন্য বয়ে আনবে সমৃদ্ধি, শান্তি ও প্রগতি।

নীলুফার বেগম
মহাপরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলারা অংশ নিতে পারলে এবং সমাজ ও জাতি গঠনে তাদের অবদান স্বীকার করা হলে তারা এখন যে সব সমস্যার সম্মুখীন হন তা কমে যাবে।

Message Secretary General UNO

no longer questioned.

It many countries, provisions guaranteeing the enjoyment of human rights without discrimination on the basis of sex have been included in constitutions or integrated into legislative reforms. Discriminatory legal provisions have been repealed and legal literacy and other measures introduced to alert women to their rights and ensure their access to those rights. The world community has identified violence against women in its various forms as a clear violation of women's rights. Strong actions have been put in place, at the international, regional and national levels, to confront what should always have been consi-dered unconscionable.

Yet much remains to be done. As we stand on the threshold of the new millenium, we are confronted by challenges both new and old. At the forefront is the impact on women of globalization, liberalization, economic restru-cturing and privatization. Poverty among women -- especially heads of households and older women -- appears to be deepening. Women are over-represented among the unemployed and under-employed. If employed, they are more likely than men to be found in poorly paid, part-time employment or temporary and insecure jobs.

Women continue to pay with their lives for inade-quate provision of health care. Preventable diseases and unequal access to health care still affect women and girls, especially those in the rural sector. To our shame, maternal and infant mortality remain high in several countries, both as a result of inadequate ante-natal and maternity care, and of limitations in family planning programmes. HIV infection among women continues to increase, and countries still lack progra-mmes targeted to HIV/AIDS prevention and treatment among women and girls.

Next year, five years will have passed since the Beijing Declaration and Platform for Action -- the world's first truly compre-hensive plan in the areas of critical concern to women's advancement. Let us reco-mmit ourselves to its full implementation. The ideal of gender equality, to which we have so long aspired, is still far from a reality. High on our agenda must be the completion of the structure of international legal protection. I urge those Governments that have not yet done so to ratify the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. In December this year we will commemorate the 20th anniversary of the adoption of the Convention, which sets out steps required to eliminate discrimination against women in all spheres of life, including in the family. The completion of the legal framework for equality must be comple-mented by the creation of an enabling environment to secure de facto equality for women.

On this last Interna-tional Women's Day before the new millennium, let us rededicate ourselves to eliminating the discri-mination and disadvantage to which women are still subjected -- whether in the world of work, in access to health care services, in the provision of social services and social safety nets, in peace-building and recons-truction or, perhaps most importantly, in the home. Let us enter the new millennium with the prospect of gender equality in sight for women everywhere.

KOFI ANNAN
Secretary General
United Nations.

Message UNICEF

seen a third of the elected members to the Union Parishads are now women and the same in true for the forthcoming elections to Pourashavas. Though these are important steps in ensuring the civil and political rights of women, we need to go a long way before these rights can be fully secured. The elected women need to be equipped with the knowledge and skills they need to fulfil their roles in the local government bodies. I am glad that UNICEF could be of assistance to the Government of Bangladesh in producing a training module for the elected representatives of local bodies, which can be of some use in this context.

The theme of the International Women's Day 1999 is the prevention of violence against women. This is a very appropriate theme, considering the gravity of the problem in many countries of the world, including Bangladesh. We are horrified every morning on opening the newspaper to stories of rape, murder and abduction of women and young girls. The Government of Bangladesh and the strong NGO community in this country are fully concerned about this problem. In a small way, UNICEF has been able to assist an effort to address one of the most heinous forms of this violence, the throwing of acid by channeling assistance to victims including reconstructive surgery. However we need to go much further. Unless we are able to address the root causes of violence, to identify why some men behave in this aberrant fashion and change such behavior, we cannot hope to eradicate this problem.

In Bangladesh, one of the causes of exploitation of women is their lack of knowledge regarding the laws that give them protection. The laws that govern marriage and divorce is one such important area. Many women are dispossessed of their security in the absence of any proof of marriage. The importance of formally registering every marriage is therefore a matter which needs to be understood widely in the country. I am particularly pleased that we have been able to assist the Ministry for Women and Children Affairs in bringing out an attractive booklet on the subject of marriage registration in Bangla and English and I hope that this booklet will be used widely by Government and NGOs in giving wide publicity to the importance of marriage registration.

We are happy to join hands with the Government and our development partners and re-dedicate ourselves to the cause of the women and children of Bangladesh on this International Women's Day.

Shahida Azfar
UNICEF Representative

Message UNFRA

International Women's Day, which comes on Monday, 8 March.

"The very same biological function that ensures that societies survive, thrive and reproduce, is the very same one that makes women the targets of violence, "Dr. Sadik said, "It is time that everyone of us, individually and collectively, takes a stand to eradicate violence against women in all its manifestations. We must break the culture of silence on violence against women. We must promote zero tolerance of violence against women everywhere."

In her statement, Dr. Sadik urged a strong stand against the "most endemic form of violence against women", domestic violence. The family, often thought to be a safe haven for girls and women, is now increasingly a locus of violence, "Women and girls are actually at greater risk of violence from members of their households, than from strangers, "Dr. Sadik said, "Violence against women, "Dr. Sadik continued, "knows no class, race, or age. "Where resources are scarce, boys are often more likely to receive enough food education or adequate medical care, which logically leads to poorer health in girls, and even to higher mortality rates on their part."

UNFPA is fighting violence against women in several ways: by helping to establish women's health centres; supporting violence counselling and campaigning against female genital mutilation where it persists. Also, it has named Goodwill Ambassadors to call attention to the plight of women everywhere. All over the world, UNFPA supports advocacy to improve the status of women and point out the harmful effects of violence on families, women and girls, as well as on society as a whole.

Dr. Nafis Sadik,
Executive Director
United Nations Population Fund
(UNFPA)

নারী নির্যাতন

কারণে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে হত্যা বিবাহ বন্ধনের মধ্যে যৌন নির্যাতন এসিড নিক্ষেপে বিকলাঙ্গকরণ/হত্যা; সশস্ত্র সংঘাত বা রাজনৈতিক-সামাজিক অস্থির-তাকালীন গণ ধর্ষণ

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ঃ কিছু পরিসংখ্যান

এবার বাংলাদেশের নারী নির্যাতন পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য বিভিন্ন সংবাদ পত্র (দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ মে, ১৯৯৮), ভোরের কাগজ ও সংবাদ (মার্চ-আগষ্ট, ১৯৯৮) এবং অন্যান্য রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৯৯৪ - ১৯৯৭ এই তিন বছরে নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে মোট ২৩৬০টি। অন্য ধরণের নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৫৮৩৪টি। ১৯৯৪ সালে যেখানে নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল ৪৯৯টি, ১৯৯৭-এ তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৩৬ টি ঘটনায় এসে দাঁড়ায়।

অন্যান্য নারী নির্যাতনের ঘটনা ১৯৯৪-এ যেখানে ছিল ১২০৬টি, ১৯৯৮-এ এসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৫০৭ টিতে। নির্যাতনের ধরণ বিশ্লেষণে দেখা যায় এর মধ্যে ছিল ধর্ষণ (গণ ধর্ষণসহ), যৌতুক অনাদায়ে নিপীড়ন, এসিড নিক্ষেপ, নারীকে দোষী করে ফতোয়া জারী, পারিবারিক নির্যাতন, গৃহপরিচারিকা নির্যাতন, ও অন্যান্য।

১৯৯৮ সালে প্রকাশিত মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কিত রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৯৭-এ সংঘটিত ঘটনার অধিকাংশই ধর্ষণ জনিত নিপীড়ন। এ রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৯৭ সালে ৩৯১ জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গণধর্ষণের ঘটনা (৭৪টি)। গণধর্ষণের বলি ২৫৫ জন নারীর মধ্যে ৬২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে।

১৯৯৮-এর মার্চে সংগৃহীত (আইন শালিশ কেন্দ্র) এক তথ্যে দেখা যায় '৯৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে রেকর্ডকৃত নারী নির্যাতনের কেস ছিল ১৭৮টি, কেস হাতে নেয়া হয়েছিল ১৪১টি। ১৪৫টি ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের আটকই করা হয়নি!

উপরোক্ত ঘটনা ছাড়াও নারী ও বালিকা পাঁচারের ঘটনা বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কালে অতি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনে CATW (Coalition Against Trafficking in Women) কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৯৫-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পূর্ববর্তী ১০ বছরের সময় সীমায় প্রায় ২০০,০০০ নারী বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে পাচার হয়েছে। প্রদত্ত তথ্যে আরও বলা হয়েছে পাচারকৃত নারীর সংখ্যা ছিল প্রতি মাসে ২০০-৪০০ জনের মধ্যে।

সংবাদপত্রে নারী নির্যাতনের সকল ঘটনা প্রকাশিত হয়না। এ ধরণের বহু ঘটনাই অপ্রকাশিত থেকে যায়। সংবাদপত্র ও পুলিশ রিপোর্ট থেকে যা জানা যায়-নারী নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনার প্রকৃত সংখ্যা সে তুলনায় কয়েকগুণ বেশী হবে বলেই অনেকের ধারণা।

নারী নির্যাতনের প্রবণতা ও প্রধান ইস্যু সমূহ

শ্রেণীভূক্ত নারী নির্যাতনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ও ঘৃণ্য হচ্ছে পারিবারিক নির্যাতন। কারণ প্রচলিত পিতৃতন্ত্রীয় আদর্শে লালিত সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাসিদ্ধ সংস্কার পারিবারিক নির্যাতনের শিকার কোনও নারীকে আইনী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা লাভের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সে কারণে পারিবারিক পরিমন্ডলে নির্যাতিত নারীরা হয় সারাজীবন জীবন-মৃত হয়ে সংসারে টিকে থাকে টু শব্দটি না করে অথবা কখনও কখনও আত্মহননের পথ বেছে নেয়। গৃহের চারদেয়ালের মধ্যে স্ত্রী স্বামীর বা স্বামীর নিকট জনের হাতে মৃত্যুবরণ করলেও তার কোনও প্রতিকার হয়না।

নির্যাতনের প্রধান প্রধান কারণ

জেন্ডার-ভিত্তিক নারী নির্যাতন ক্ষমতার বলয়ে নারী-পুরুষের অসম সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই অসম জেন্ডার সম্পর্ক (Gender-relations) ঐতিহাসিক ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক রীতিনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন নারী-পুরুষের এই অসম সম্পর্কের ভিত্তিতেই তৈরী হয়েছে এবং অদ্যাবধি সেভাবেই চলছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অবস্থানের অসমতা নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য বিস্তারে সহায়তা করেছে এবং জীবন ক্ষেত্রে এই দুই সহযোগীর মধ্যে সৃষ্টি করেছে বৈষম্যের পাহাড়। পারিবারিক পরিমন্ডলে সহস্র বছরের সামাজিকীকরণের ফলে সর্বক্ষেত্রে পুরুষ প্রাধান্যের এ অবস্থাটি নারী-পুরুষ উভয়ের কাছেই অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হয়েছে। সুতরাং নারীও এতকাল জেন্ডার বৈষম্য ও তার অধঃস্তন অবস্থান বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে।

যৌন আচার-আচরণে নিয়ম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বিবাহের ভূমিকার গুরুত্বের উপলব্ধি নারীকে বিবাহ বন্ধনের প্রতি করে তুলেছে শ্রদ্ধাশীল। তাই এবন্ধন টিকিয়ে রাখার জন্য, যৌন আচার-আচরণে পুরুষের অবাধ স্বাধীনতাও নারী মেনে নিয়েছে। সমাজের প্রচলিত ধারনায় নারী জীবনের বিবাহ কেন্দ্রীকতা তাকে এ ব্যাপারে করে তুলেছে স্পর্শকাতর। সমাজে বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত সমাজে লোক নিন্দার ভয়তো আছেই। নারীর এ দূর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করেছে ক্ষমতাধর পুরুষ তাই তারা হয়ে পড়েছে পুরুষের খেলার পুতুল। তাদের খেয়াল খুশিতে নারীকে চলতে হয়। সুতরাং তারা আজ জেন্ডার নির্যাতনের শিকার। নির্যাতিত নারীর আর্তনাদ-আইনের জটিল বেড়াজাল ভেদ করে Private sphere থেকে Public sphere-এ এসে পৌঁছেনা।

প্রশ্ন উঠতে পারে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতো শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসছে - তবে বর্তমানে কেন হঠাৎ করেই নারী নির্যাতনের ঘটনার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে? কেনইবা তাতে নতুন মাত্রা সংযোজিত হচ্ছে ? এর জবাবে সংক্ষেপে বলতে হয়, " সাম্প্রতিক কালে আমাদের সমাজ দেহে বেশ কিছু পরিবর্তনের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দারিদ্রের প্রচন্ড চাপ বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশীয় জনবহুল দেশগুলিতে প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে। বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের উপর অর্থনৈতিক চাপ অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে মেয়েরাও বেড়িয়ে এসেছে জীবিকার সন্ধানে। সুতরা কেবল ঘরে নয় বাইরেও মেয়েদের পদচারণা বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুত গতিতে। ফলে বহু বিকৃত রুচির মানুষের লোভ লালসা চরিতার্থের সুবর্ণ সুযোগও মিলে যাচ্ছে খুব সহজেই।

তাছাড়া রয়েছে পুঁজির শাসন। পুঁজি সর্বদাই মুনাফা বৃদ্ধির নতুন নতুন সুযোগ সন্ধানেরত। সাম্প্রতিককালে "সেক্স ইন্ডাষ্ট্রী" সমগ্র বিশ্বে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনকারী শিল্প। এ শিল্প ড্রাগ ব্যবসাকেও পেছনে ফেলে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এ শিল্প পুরনো দিনের মত আর স্থানীয় বাজারে সীমাবদ্ধ নেই। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এ " শিল্পের বাজারকে বিশ্ব বাজারে পরিণত করেছে। এ শিল্পের এজেন্টরা দরিদ্র দেশের সর্বত্র ওৎ পেতে আছে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারগুলোর (বিশেষতঃ যাদের অবস্থান সীমান্তবর্তী এলাকায়) অল্প বয়সী মেয়েরা এসব এজেন্টদের মিথ্যা প্রলোভনের শিকার। সে কারণেও বাংলাদেশে সম্প্রতি নারী ও কন্যা শিশু পাচারের ঘটনা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে।

অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে ঃ

ক) সন্ত্রাস, নির্যাতন, নিপীড়নের প্রতি মানুষের নির্লিপ্ততা এবং সবকিছু মেনে নেয়ার প্রবনতাঃ

খ) নারী পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও রীতিনীতি স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া।

গ) অর্থনীতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় গণমানুষের রুজি-রোজগারের সুযোগ সুবিধা সীমিত হয়ে যাওয়ায় জীবন সংগ্রামের প্রতি সবটুকু দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা।

ঘ) নারী আন্দোলনের ফলে নারীরা ক্রমশঃ দৃশ্যমান হয়ে ওঠায় এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি ইত্যাদি।

নারী নির্যাতন নির্মূলে জাতীয় অংগীকার ও তার বাস্তবায়ন ঃ

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের জাতীয় অঙ্গীকার নারীনির্যাতন নির্মূল করে বাংলাদেশে একটি সুখী সমাজের ভিত্তি স্থাপন। প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের জনসম্পদের অর্ধেক এই নারীদের প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন নির্মূলে সক্ষম না হলে এদেশে সমতা, শান্তি ও ন্যায় ভিত্তিক একটি উন্নত ও সুখী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা আমাদের জাতীয় অংগীকার বাস্তবায়নে কতদূর অগ্রসর হয়েছি ? এবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশে গৃহীত পদক্ষেপ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশে বিভিন্ন আইন আছে। নিম্নে তা উল্লিখিত হলো।

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ (সংশোধনী ১৯৮৬); বিবাহ ও তালাক নিবন্ধীকরন আইন, ১৯৭৪ ইং ; যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ (সংশোধনী ১৯৮৬); নারী নির্যাতন (নিয়ন্ত্রনমূলক শাস্তি) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ইং; বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন (১৯২৯) ১৯৮৪; সন্ত্রাস দমন অর্ডিন্যান্স ১৯৯২; নারী ও শিশু পাচার দমন আইন ১৯৯৩ ; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ১৯৯৫ (সংশোধনী) : নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ১৯৯৮ (চূড়ান্ত বিল) ; বিশেষ বিশ্লেষণে কোনও আইনই ক্রটিমুক্ত নয়। নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হলে প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি বিধান নিশ্চিত করতে হবে। আইনের নানা ফাঁক-ফোকর গলিয়ে অপরাধীরা বেরিয়ে যায়। প্রচলিত আইনের অনেকগুলোতেই অপরাধীর জন্য কঠোর শাস্তি এমন কি মৃত্যুদন্ডেরও বিধান আছে। কিন্তু অপরাধীকে শাস্তি দেয়া যাচ্ছে না। বহু ক্ষেত্রে স্বাক্ষীর অভাবে এরা খালাস পেয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে অভিযুক্তরা জামিনে ছাড়া পেয়ে মামলা দায়েরকারী পরিবার-গুলোকে হুমকী দিচ্ছে। প্রাণ ভয়ে তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এমন অবস্থায় সাক্ষীইবা পাওয়া যাবে কেমন করে? তাছাড়াও রয়েছে অন্যান্য ক্রটী। উদাহরনস্বরূপ ধর্ষণ প্রতিরোধ আইনের কথা বলা যায়। এসব আইনে ধর্ষণের সংজ্ঞা সেই উনবিংশ শতাব্দীতেই বয়ে গেছে। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে এ সংজ্ঞা যুগোপযোগী নয়। কারণ ধর্ষণের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এ স্বল্প পরিসরে আইন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। এতটুকুই শুধু বলা যায়-এই আইন সমূহের অংশ সংশোধন প্রয়োজন।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের পদক্ষেপ ঃ

নারীনির্যাতন প্রতিরোধে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় কর্মসূচী গ্রহন করেছে। এর আওতাধীন দু'টি প্রকল্প আছে।

ক) মহিলা সহায়তা কর্মসূচী প্রকল্প

খ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাল্টি সেক্টরাল প্রকল্প।

মহিলা সহায়তা কর্মসূচী বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে নির্যাতিত, দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের আইনগত সহায়তা প্রদান ও এই কেন্দ্রের মাধ্যমে আশ্রয়হীন, নির্যাতিত মহিলাদেরকে কেন্দ্রে আশ্রয়দান, আইনী সহায়তা প্রদান এবং প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাল্টি সেক্টরাল প্রকল্প একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প। এটি বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়ে দুই বছরের একটি সারথী প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে দুটি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হবে। এ সেন্টারে নির্যাতনের শিকার নারীদের সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা হবে। এটি একটি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম। এর আওতায় নির্যাতিত নারীদের আত্মনির্ভর-শীলতা অর্জনে সহায়তা দানের লক্ষ্যে বেসরকারী সংস্থার সংগে 'রেফারাল লিংক'ও স্থাপন করা হবে।

নারী নির্যাতন একটি জটিল সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে জাতীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহনও পারস্পরিক সহযোগীতা প্রয়োজন।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কতিপয় সুপারিশ ঃ

জাতীয় পর্যায় ঃ

- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করতে হলে প্রথমেই এ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এ তথ্যের ভিত্তিতে নির্যাতন প্রতিরোধে নীতিমালা ও প্রকল্প প্রনয়নের কাজ হতে নেয়া সম্ভব হবে। সুতরাং জাতীয় পর্যায়ে নারী নির্যাতন সম্পর্কিত একটি তথ্য ব্যাংক (Data Bank) স্থাপন করা দরকার।
- নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে গবেষণা প্রায় নেই বল্লেই বলে। জাতীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে গবেষণা প্রকল্প প্রনয়ন করা অত্যন্ত জরুরী।
- এক্ষেত্রে জনসাধারনের বিভিন্ন স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণসংযোগ মাধ্যমগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহনের এবং বাস্তবায়নের বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত রাজনীতিবিদ, পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নকারী ব্যক্তিবর্গ ও সরকারের প্রতিনিধিদেরকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে জেন্ডার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে।
- সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে নারীনির্যাতন প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংগঠন সমূহের নেটওয়ার্ক তৈরী করা অত্যন্ত জরুরী একটি পদক্ষেপ।
- তৃণমূল পর্যায়ে নারী নিযাতন নির্মূলে নিয়োজিত বেসরকারী সংগঠন ও জাতীয় পর্যায়ের এ ধরনের সংগঠনগুলির মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। এ রকম একটি নেটওয়ার্ক নির্যাতন নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারী নির্যাতন সেলকে কার্যকরী ক্ষমতা প্রদান করা প্রয়োজন। এই "সেল" "ফোকাল পয়েন্ট" হিসেবে গবেষক, বেসরকারী সংগঠন ও সরকারী সংস্থা সমূহের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
- সরকারকে CEDAW, CRC ও Platform for Action (Beijing) এর প্রাসংগিক ধারা ও প্রস্তাব সমূহ বাস্তবায়নে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে।

❒ আঞ্চলিক পর্যায় ঃ

- নারী পাচার প্রতিরোধে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির সংগে চুক্তি সম্পাদন একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।
- SAARC এর মত আঞ্চলিক সংস্থার নারী পাচার প্রতিরোধে desk স্থাপন করা যেতে পারে।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংগঠনগুলির নেটওয়ার্ক গঠন একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হতে পারে। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও নতুন কর্মসূচী সম্পর্কে মত বিনময়।

❒ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঃ

- নারী নির্যাতন ইস্যুতে বিশ্বব্যাপী জনমত সৃষ্টিও সচেতনতা বৃদ্ধিতে নারী ও বেসরকারী সংগঠন সমূহের উদ্যোগকে সমর্থন যোগাতে হবে।

নারী নির্যাতন বিশ্লেষতঃ নারী পাচার প্রতিরোধে ইন্টারপোল (Interpole) এর মত বিশ্ব সংস্থাগুলিকেও সহযোগীতার হাত বাড়াতে হবে। এ ব্যাপারে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র উদ্যোগ নিতে পারে।

নারী নির্যাতনের মত জটিল সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য নয়। তবে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকলের মিলিত প্রয়াসে বিশ্বসমাজ থেকে নারী নির্যাতন নির্মূল হবেই - এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এ প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

তথ্যসূত্র ঃ

১। আইন ও শালিস কেন্দ্র ঃ নারী নির্যাতন বিষয়ক রিপোর্ট মার্চ, ১৯৯৮
২। ভোরের কাগজ , ১৯৯৭
৩। .... , ১৯৯৮
৪। জনকন্ঠ .... , ১৯৯৮
৫। মালেকা বেগম নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন, চূড়ান্ত বিল, ১৯৯৮' -এর সংশোধনী প্রস্তাব (ভোরের কাগজ ৫ই এপ্রিল ১৯৯৮)।
৬। মহিলাও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, Government Action to Comb-alhviolenc against Women. May 24-25,1998.
৭। Papers submitted by India, Nepal, Pakistan and Bangla-desh at the subregion sub-regional Expert Meeting on Eliminating Violence against Women. Dhaka. December, 1997.
৮। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সরকার প্রনীত, পরীক্ষামূলক ও প্রস্তুতিমূলক প্রকল্প।
৯। The United Nation. The Platform of Action and The Beiging Declaration September. 1995.

Message High Comissoner of CANADA

themselves and their partners around the world of the accomplishments of women and their contribu-tion to humanity. While a celebration of womanhood, International Women's Day also provides us with the opportunity to reflect on the persistent discriminatory practices which deprive women of their rightful place in society, and rededicates us to the fight for equality and justice.

Canada is proud to associate itself with the evident commitment of Bangladeshi NGOs, women's advocacy groups, and the Government, to bring about a more equitable Bangladesh, one where both women and men are given an equal opportunity to contribute to the country's political, economic, and social advancement, and one where the repression of, and violence against women is a thing of the past.

His Excellency Nicholas Etheridge
High Commissioner of Canada to Bangladesh.

নারী নির্যাতন বন্ধ করুন
সুখী সমাজ গড়ে তুলুন

Message UNDP

hed by the Prime Minister. The subsequent period has seen the development of the National Action plan and the Institutional Review of the WID Capability of the Government of Bangladesh. These are key steps towards achieving "Gender Equality, Development and Peace", the theme of next year's Special Session of the General Assembly which will review the implementation of the Beijing Platform for Action. Notwithstanding these achievements, major challe-nges still lie ahead. One of these relates to Women and Health, which has been chosen as this year's focus for International Womens Day celebrations at UN Headquarters. Already at disadvantage due to cultural and social practices which have negative impact on their nutrition and health status, factors such as the gender disparity in treatment of illnesses, early marriage, early and frequent pregnancies cause further deterioration in women's health leading to high maternal mortality rates and ultimately higher morbidity rates compared to men.

The low status of women's health takes a high toll on their personal development. In addition to the price they pay in personal terms, women are also unable to reach their full productive potential, which has an impact on the development of their families and communities, and ultimately, society at large. But there is hope. Bangladesh has for instance made big strides in the lowering the fertility rate. In addition to concrete policy measures and direct interventions, the most important factors contribu-ting to this reduction have been higher literacy rates, higher labour force parti-cipation and the general improvement in women's socio-economic status.

While the National Plan of Action and WID policy constitute an important step forward, these must be concretised in the form of targeted development interventions in order to address the issues which pose barriers to women's development effectively. This must be done through a multi-pronged approach whereby action can be taken simultaneously at various levels. Upstream interventions must be undertaken for capacity building of the national government to make it more responsive to the needs of women. This can be accompanied by interventions to address the priority areas identified in the Beijing PFA to raise awareness regarding women's human rights and to pilot initiatives at the field level which contribute directly to the empowerment of various groups of women. UNDP is participating in this process through a number of initiatives undertaken with the Government of Bangladesh.

-A multi-sectoral project aimed at developing capacity for gender mainstreaming envisages the sensitisation of policy makers to the importance of women's advancement; the commissioning of gender research; and awareness raising through different communications media.

-Issues related to women's participation in the arena of governance are being addressed by a number of UNDP-supported projects with the Government of Bangladesh. These are working, among other things, to build the capacity of women politicians through training.

-The holistic changes that need to be brought about in the position of women in Bangladesh require field level interventions as well as more upstream efforts as mentioned before. To this end, several projects for disadvantaged women have been undertaken in the areas of skills training and credit provision, community empowerment, environment, food aid and empowerment of commercial sex workers.

These efforts, addressing a variety of sectors, seek to play a mutually reinforcing role in support of women's advancement. I hope that we can all work together using a multi-faceted approach to the issue of women's empowerment in Bangladesh. We will find that the significant progress in women's health will indeed be an achievable goal in the new millennium.

David E. Lockwood
Resident Representative
UNDP